দৈনিক সংবাদ

৮/৯/২০০৩

তারিখ ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৩...

## চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

# ১৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনে চরম অনিশ্চয়তা

## সেশনজটে পড়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে

সারোয়ার জাহান সুমন, চ.বি থেকে ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ১৪ হাজার সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা জীবন এক চরম অনিশ্চয়তার মুখোমুখি। সেশনজটের কবলে পড়ে শিক্ষার্থীদের মাঝ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবান সময়, বছর ও অধ্যয়ন স্পৃহা। এদিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আদর্শিক দুর্বলতা ও ছাত্র সংগঠনগুলোর সংগ্রহে থাকা অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অবাধ ব্যবহারে ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবন নিয়ে আরও বেশি উদ্বিগ্ন চ.বির শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ই আগস্ট ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘটিত বন্দুকযুদ্ধের জের ধরে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ইতিমধ্যে গত ২০শে আগস্ট অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক বৈঠকে ১লা সেপ্টেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার এক অকার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ২৭শে জুলাই ও ১৩ই আগস্ট সংঘটিত ঘটনার তদন্ত না করে সিন্ডিকেটের বিশ্ববিদ্যালয় খোলার এ সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে ছাত্রলীগ চ.বি শাখা। তারা ঘটনার জন্য শিবিরকে দায়ী করে বলেছে, তদন্ত ও বিচারের পূর্বে যদি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয় তবে ঐ দিন থেকেই ক্যাম্পাসে অনির্দিষ্টকালের ছাত্র ধর্মঘট ডাকবে। অন্যদিকে, শিবির নেতৃবৃন্দ বলেছে, বৈধ ছাত্রদের হলে তুলে দিয়ে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া না হলে ৯ই সেপ্টেম্বর হতে ক্যাম্পাস অবরোধ ও বৃহত্তর চট্টগ্রামে হরতালসহ কঠোর কর্মসূচি প্রদানে তারা বাধ্য হবেন। ছাত্র সংগঠন-গুলোর এমন বিপরীতমুখী অবস্থানের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গত ৩০শে আগস্ট সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারি প্রশাসনের অসহযোগিতার দরুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে এসেছে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিচার অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের বিকল্প না থাকলেও এক অদৃশ্য কারণে চ.বি প্রশাসনের এ ব্যাপারে কোন সক্রিয় উদ্যোগ নেই।

উল্লেখ্য, গত ১৩ আগস্ট সংঘটিত বন্দুকযুদ্ধের দিন ছাত্র সংগঠনগুলোর ব্যবহৃত অস্ত্রের কথা জিজ্ঞেস করলে স্পটে থাকা পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন 'আজ উভয় ছাত্র সংগঠনই অত্যাধুনিক একে-৪৭, লাইট মেশিনগান ও কাটা রাইফেলের মতো ভারি অস্ত্র ব্যবহার করেছে।' কিন্তু অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসী তৎপরতা রোধে তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'আমরা আসলে ছাত্র সন্ত্রাসীদের কাছে নয়, প্রশাসনিক জটিলতার কাছে বন্দি। হলে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানের খবর ছাত্র সংগঠনগুলোর কাছে আগেই পৌঁছে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়েরই কোন ক্ষমতাধর ব্যক্তি।' এ প্রসঙ্গে উপাচার্য ডক্টর ফজলী হোসেনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি অভিযোগ স্বীকার করে এ জন্য শিক্ষক রাজনীতিকে দায়ী করেন।

এদিকে চ.বির অচলাবস্থায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে পদার্থ বিদ্যার ছাত্র একরামুল হক মিলাদ বলেন, প্রশাসন যদি গুটিকয়েক সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি হয়ে এভাবে মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখে তবে আমরা সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা কার কাছে যাবো?' আবার সেশনজটের ভয়াবহতার কথা বলতে গিয়ে সাংবাদিকতা ২য় বর্ষের ছাত্রী নাজনীন বলেন, 'আজ ৪ বছর হতে চলেছে। এখনও ২য় বর্ষের কোন ক্লাস করতে পারিনি। এমনকি ১ম বর্ষের ফলাফলটা চূড়ান্ত হয়নি।' এমনই ভয়াবহ অবস্থা চ.বির সার্বিক শিক্ষা পরিস্থিতির। এদিকে, বাংলা, ইংরেজি লোক প্রশাসন ও রসায়নের মতো বিভাগে সেশনজটের মাত্রা এরই মধ্যে ৪ বছর অতিক্রম করেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।